দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 3 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ......

...দলের কমিটি নিয়ে বিরোধ
...ক্যাম্পাসে পাঁচ নেতা প্রহৃত
...ত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, পাঁচজন আহত

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

...দলের ঘোষিত নবগঠিত কমিটিকে 'জাল' আখ্যা দিয়ে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ...রুল ইসলাম আলিম সমর্থিত গ্রুপের কর্মীরা বিদ্রোহ শুরু করেছে। এই বিদ্রোহে ঢাকা ...বিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়কসহ অধিকাংশ যুগ্ম আহ্বায়ক এবং প্রায় সব নেতা- ...হয়েছেন। বিদ্রোহের জের ধরে শনিবার ক্যাম্পাসে সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু ...বিএনপির সাবেক ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ফজলুল হক মিলনের কুশপুত্তলিকা দাহ ও ... ফাঁসি দেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে টুকুসহ তার অনুসারীদের ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ...করা হয়। বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা সভাপতির সমর্থক ☞ এরপর পৃষ্ঠা ১৯, কলাম ৭

ছাত্রদলের কমিটি নিয়ে বিরোধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নতুন কমিটির ৫ নেতাকে মারধর করেছে। অন্যদিকে, সার্জেন্ট জহুরুল হক, জিয়াউর রহমান হল ও কবি জসীম উদ্দীন হলের ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষে ৫ জন আহত হয়েছে।

মূলত আলিয়াতির মাধ্যমে ঘোষিত পূর্ণাঙ্গ কমিটি থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ত্যাগী, দক্ষ, পরীক্ষিত, নিয়মিত ছাত্র ও মেধাবীদের বাদ এবং কাউকে কাউকে অপমানজনক পদ দেয়ার প্রতিবাদে সংগঠনটির অধিকাংশ নেতা-কর্মী এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে।

ছাত্রদলের গঠনতন্ত্রে ১০১ বা ১৫১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠনের কথা বলা হলেও গঠনতন্ত্রের বাইরে গিয়ে এবার ১৭১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ কমিটির অধিকাংশ অছাত্র। এ কমিটিতে বয়োজ্যেষ্ঠ, বিবাহিত, ব্যবসায়ী ও সন্তানপন্থিদের স্থান দেয়া হয়েছে। কমিটি থেকে বাদ পড়েছেন ওয়ান-ইলেভেনের সময় পরিশ্রমী, যোগ্য ও ত্যাগী নেতা-কর্মীরা। কমিটি ঘোষণার পরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বঞ্চিতরা। শনিবার সকালে সভাপতিপন্থি নেতা-কর্মীরা প্রথমে হাকিম চত্বর ও পরে মধুর ক্যান্টিনে সাধারণ সম্পাদকপন্থিদের তীব্র তোপের মুখে পড়ে। এ সময় ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের বসার কয়েকটি বেঞ্চ ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ডাকসু ও মধুর ক্যান্টিনের সামনে বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীদের হাতে সভাপতির সমর্থক নতুন কমিটির আপ্যায়ন সম্পাদক রুহুল ইসলাম মনি, সাইফুল ইসলাম, সহ-দপ্তর সম্পাদক জিয়াউল হক জিয়া (কমিটিতে দুইটি পদপ্রাপ্ত), স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক এজমল হোসেন পাইলট এবং মইদুল ইসলাম হিরু লাঞ্ছিত হন। এদের মধ্যে মনি ও জিয়ার অবস্থা গুরুতর।

সাধারণ সম্পাদক সমর্থক গ্রুপের নেতা-কর্মীরা জানান, প্রতি পাতায় স্বাক্ষর করে সভাপতি টুকু এবং সাধারণ সম্পাদক আলিম একটি কমিটি ফজলুল হক মিলনের কাছে জমা দেন চেয়ারপারসনের অনুমোদনের জন্য। কিন্তু পরবর্তীতে মিলন ও টুকু মিলে তা জাল করে চেয়ারপারসনের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন। যে কারণে কমিটি গণমাধ্যমে পাঠানোর পরও তার কোন কপি আলিমকে দেয়া হয়নি।

অধিকাংশেই অছাত্র ও ব্যবসায়ী

ছাত্রদলের নব ঘোষিত কমিটির অধিকাংশেরই ছাত্রত্ব নেই। কমিটিতে অন্তত: ২৫ জন প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টস ব্যবসায়ী, কর্মকর্তা এবং পূর্বকালীন ঠিকাদার। এছাড়াও প্রায় সবাই বিবাহিত এবং একাধিক সন্তানের জনক। আবার পদপ্রাপ্ত নেতাদের ৮০ ভাগই অপরিচিত। আর কমিটি থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহানগর কেন্দ্রিক নেতা-কর্মীদের অধিকাংশই বাদ পড়েছেন। কমিটিতে বৃহত্তর টাঙ্গাইল অঞ্চলের লোকদের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আর এই বাস্তবতার কারণে শনিবারের বিদ্রোহে পদপ্রাপ্তরা পর্যন্ত যোগদান করেছেন। এরা হলেন- যুগ্ম-সম্পাদক শহিদুল্লাহ ইমরান, আনোয়ার হোসেন টিপু, সহ-সাধারণ সম্পাদক তরুণ দে, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মশিউর রহমান মিঠু, পাঠাগার সম্পাদক আবদুল মান্নান ফরহাদ, ক্রীড়া সম্পাদক আহসানুল হক রুবেল; অর্থ সম্পাদক আমজাদ হোসেন জুয়েল, সহ-প্রচার সম্পাদক জসিমউদ্দিন খান, সহ-দফতর রফিকুল ইসলাম, সহ-ধর্ম সম্পাদক আইনুল হক অনিক, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক আলমগীর হাসান সোহান, সহ-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক মনিরুজ্জামান রোমিন প্রমুখ। এছাড়া ৮৭ সদস্যের মধ্যে অন্তত: ২৫ জন বিদ্রোহী মিছিলে যোগদান করে।

কমিটিতে একাধিক অসঙ্গতি

নতুন কমিটিতে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। কমিটিতে চারটি সম্পাদক পদ ঘোষণা করা হয়নি। এই চারটি হচ্ছে সমাজসেবা, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং ধর্ম সম্পাদক। এছাড়াও জিয়াউল হক জিয়া ও সাইফুল ইসলাম ও এসএম জাহাঙ্গীরকে একাধিক পদ দেয়া হয়েছে। এটা নিয়ে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে।

বিএনপির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক

বিদ্রোহের ঘটনার পর উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে গতকাল বিকালে নয়াপল্টনের দলীয় কার্যালয়ে জরুরি সভা বসে। বিএনপির নবনির্বাচিত ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানী সংগঠনের 'টপ ফাইভ' বলে পরিচিত ৫ সিনিয়র নেতাকে ডাকেন। কিন্তু তাতে সাধারণ সম্পাদক যোগদান করেন নি। সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি এবং সাংগঠনিক সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন। সভায় যোগদানকারী অপর নেতা সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক আনিসুজ্জামান খান শিমুল ইত্তেফাককে বলেন, বিষয়টি নিয়ে ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ডেকেছেন। কমিটি গঠনে তাদের কারও মতামত নেয়া হয়নি বলে তিনি জানান।

জানা গেছে, এই জালিয়াতির ঘটনা বিএনপির সিনিয়র নেতৃবৃন্দকে অবহিত করা হয়। এছাড়া চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকেও ছাত্রদল ও বিএনপির সিনিয়র নেতৃবৃন্দ শনিবার রাতেই অবহিত করেছেন।

এব্যাপারে সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম আলিম বলেন, চেয়ারপারসনের সঙ্গে তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলবেন। জালিয়াতির বিষয়টি এড়িয়ে তিনি বলেন, ঐকমত্যের ভিত্তিতে যে সুপারিশ তৈরি করা হয়েছে তা তার কাছে রয়েছে। হাইকমাণ্ড তলব করলেই তিনি তা পেশ করবেন।

ছাত্রদল সভাপতি সুলতান সালাহ উদ্দিন টুকু সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে কমিটি দেয়া হয়েছে। সারা দেশের লক্ষ লক্ষ নেতা-কর্মী ছাত্রদলের সঙ্গে জড়িত। সবার মধ্য থেকে কমিটি করতে গেলে সবাইকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়।' তাছাড়া কমিটি জাল করার কথাও অস্বীকার করেন তিনি।'

জালিয়াতির ব্যাপারে ফজলুল হক মিলন ইত্তেফাককে বলেন, সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মতামতের ভিত্তিতে কমিটি করা হয়েছে। তাদের সুপারিশ জমা দেয়ার পর চেয়ারপারসন নিজের মতো করে কমিটি গঠন করেছেন।

প্রসঙ্গত, ছাত্রদলের গঠনতন্ত্র নাই প্রায় ২০ বছর। সর্বশেষ ২০০৩ সালে একটি খসড়া গঠনতন্ত্র তৈরি করা হয় (যা পাস হয়নি)। ওই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটি গঠিত হওয়ার কথা। আর এতে সদস্য হবে ১০১।

ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের মারধর

টিএসসি সংলগ্ন ডাস-এ কথা কাটাকাটিকে কেন্দ্র করে জিয়া হলের কর্মীদের পিটিয়েছে জসীম উদ্দীন হলের ছাত্রলীগ কর্মীরা। এ ঘটনায় গতকাল সকালে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল ও কবি জসীম উদ্দীন হলের ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় শাওনকে (সমাজবিজ্ঞান ১ম বর্ষ) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জহুরুল হক হলে সংঘর্ষ

আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে চার জন আহত হয়েছে। গত শুক্রবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষ চলাকালে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, রাত ৯টার দিকে ছাত্রলীগ জহুরুল হক হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি সুমনের এক কর্মীকে সাধারণ সম্পাদক রাহাত গ্রুপের কর্মীরা মারধর করে। এ নিয়ে দুইগ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। পরে তা কয়েক ঘন্টাব্যাপী চলতে থাকে। একই সাথে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ সময় হল ও এর আশপাশ এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

এদিকে রাহাতকে না পেয়ে সুমনের কর্মীরা রাহাতের ২১২ নম্বর কক্ষ ভাংচুর করে। একই সাথে হলের আরো ১০-১২টি কক্ষ ভাংচুর করে। পরে রাহাতের কর্মীরা সুমনের কক্ষ ভাংচুর করে। রাত সাড়ে ১০টার দিকে পুলিশ, প্রক্টর ও ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতারা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। সংঘর্ষ এড়াতে হলের সামনে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সংঘর্ষে আরিফ, রোহানীসহ চারজন আহত হয়।